BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/03030036

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 3| Issue: 03| March 2025| e-ISSN: 2584-1890

সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী শিশুর সার্বিক বিকাশের পন্থা: একটি আলোচনা

অজয় মাহাত

ajoymahato68@gmail.com

সারাংশ:

অন্তর্নিহিত চেতনা শক্তির বিকাশ শিক্ষা। শিক্ষা একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। জীবন পরিচর্যায় প্রয়োজন মানুষের শিক্ষা। শিক্ষার গতি ক্রমশ পরিবর্তনশীল। শিক্ষার মৌলিক উপাদান একে অপরের সাথে পরিপূরক। শিক্ষক শিক্ষার্থী, বিদ্যালয় পাঠ্যক্রম এই মৌলিক উপাদান গুলি একে অপরের সাথে জড়িত। প্রথাগত শিক্ষা পাঠক্রম নির্ভর। নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়াই হলো পাঠক্রমে মৌলিক দিক। পাঠক্রম নির্ভর শিক্ষা পদ্ধতি পুঁথি সর্বস্ব। অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা আকস্মিক। বিদ্যালয় স্তরের পাঠক্রম শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের এক হাতিয়ার একমাত্র হাতিয়ার নয়। সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী বর্তমান সময়ে সমতা বিধান করে পাঠক্রমের সাথে। শিক্ষার্থীর প্রাক্ষোভিক, মানসিক, শারীরিক, সৃজনশীল চেতনা বিকাশের সতত ক্রিয়াশীল সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী। সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও প্রবণতার এক পন্থা। দেহ ও মনের সুষম বিকাশের ক্ষেত্র ভূমিক প্রস্তুত করে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী। পথ চলতে, কথা বলতে কিংবা অভিযোজন করতে শিক্ষার প্রয়োজন তবে দৃঢ় সংকল্প ও স্বাধীন চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী। বিদ্যালয় সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ। শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ বিদ্যালয় স্তরকে ঘিরেই শুরু হয়। সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী এমনই এক পন্থা যা শিক্ষার্থীর দেহ ও মনের সুষম বিকাশ করে। পাঠক্রম শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। দৈহিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক, বৃত্তিগত সমস্ত দিকের বিকাশমান রাস্তা উন্মুক্ত করে সব পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী। সৃজনশীল চেতনা অথবা শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত অভিমত পোষন করার রাস্তা তৈরি করে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী।

সূচক শব্দ: *সহপাঠ্যক্রমিক, প্রাক্ষোভিক, পাঠক্রম, মানসিক, দৈহিক, সার্বিক উন্নয়ন,*

ভূমিকা:

কবির ভাষায় – "আমার সকল কাজের ফাঁকে/অবসর যেন থাকে"— ব্যক্তিগত জীবনে মানুষ কর্মের সমাপ্তিতে ক্লান্ত দেহে শান্তি চায় ঠিক তার পাশাপাশি কর্মব্যস্ততার মাঝেও মানুষ একটু অবসর চায়। শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় প্রথাগত চার দেওয়ালের ঘেরাটোপে শিক্ষার্থীরা গতানুগতিক বিষয়কেন্দ্রিক পাট গ্রহণের ফাঁকে মানসিক চাঞ্চল্যতা ও একটু আনন্দের খোরাক পেতে অবলম্বন করে বিশেষ কিছু কার্যাবলী যা সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী। শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ শিক্ষার লক্ষ্য তবে যদি আমরা তার পুঁথিগত জ্ঞানের বাইরে একটু মানসিক, শারীরিক, সামাজিক, প্রাক্ষোভিক নানাবিধ দিকগুলির কথা ভাবি তাহলে প্রয়োজন বোধ হয় এই সহপাঠ্যক্রমিকার যা বলি। যেখানে নেই কোন বাঁধন রয়েছে উন্মুক্ত তার চিন্তন। চরৈবেতির মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে এগিয়ে চলে শিশু মন। স্বাধীন চিন্তা, নিজস্ব মতামত সহ সঙ্গবদ্ধ ভাবে কর্মতৎপরতায় শিশু পা দেয়। দলগত মনোভাব পাশাপাশি মিথস্ক্রিয়া কেন্দ্রিক নানাবিধ মতামত শিক্ষার্থীদের এক নতুন দিশা দেখায়। স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলাবোধ জাগরিত হয় এমন কিছু কার্যাবলী যে কার্যাবলী গুলি শিক্ষার্থীদের সচেতন করে বিশেষ কোনো কাজের প্রতি ঝোঁক তৈরি করে সেখান থেকে তৈরি হয়

তার মানসিক ও চাঞ্চল্যকর দৃঢ় মনোভাব হল তো শিক্ষার্থীর কাছে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী এক বিশেষ বিকাশমান রাস্তার দাবী রাখে। প্রথাগত ও তথা বহির্ভূত শিক্ষা কাঠামোয় মৌলিক উপকরণ পাঠক্রম যেখানে একাধিক বিদ্যা প্রযোজ্য কিন্তু তথ্য নির্ভর জ্ঞানের মধ্যে শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ যতখানি সম্ভব এক্ষেত্রে ক্ষেত্র সমীক্ষা কেন্দ্রিক বিকাশে শিক্ষার্থীর দেহ ও মনের সুষম বিকাশের ধারাকে ক্রমান্বয়ে এগিয়ে দেয়। শিশুর স্বাভাবিক প্রবণতার সাথে সঙ্গতি বিধান করে একাধিক সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী নির্বাচিত হয় কাজগুলি যেমন আকর্ষণীয় পাশাপাশি শিশুর কাছে স্বাভাবিক এক প্রদীপন হয়ে ওঠে তৎসহ শিক্ষার্থীর অন্তরে দিকগুলি অনেক আগ্রহোদ্দীপক।

আলোচনা:

শিক্ষার প্রকৃত অর্থ হচ্ছে ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ পরিস্ফুটন। দেহ ও মনের যুগ্ম উৎকর্ষ সাধন না হলে শিক্ষা বিফল হয়ে যায়। এক কথায় বলা যায় একের উৎকর্ষে অপরের উন্নতি। দেহের বিকাশ ব্যাহত হলে যেমন মনের বিকাশ ব্যাহত হয় ঠিক তার পাশাপাশি মনের সুনির্দিষ্ট ও স্বাভাবিক বিকাশের অভাব ও দেহের সৌন্দর্য ও স্রষ্টব্য কে দূরে সরিয়ে রাখে। তাই বলা যায় দেহ ও মন অঙ্গাঙ্গিকভাবে জড়িত। শিক্ষাক্ষেত্রে দেহ ও মনের সুষম বিকাশ এর ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ে খেলাধুলা, অভিনয়, নৃত্য গীত, হাতের কাজ, সাহিত্য প্রতিভা বিকাশের জন্য পত্রিকা, বিতর্ক সভা সহ বাগান পরিচর্যার মত একাধিক কর্ম প্রচেষ্টা শিক্ষার্থীর দৈহিক ও মানসিক বিকাশের পরিপন্থী। এদেরকে একত্রে আমরা সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী বলে অভিহিত করতে পারি। সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী বলতে যে সমস্ত কার্যাবলী কে বোঝায় সেগুলি পাঠ্যক্রমের সাথে সাথে অনুশীলন করা হয়। প্রাচীনকালে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী আসলে পাঠ্য বহির্ভূত কার্যাবলীর নামান্তর ছিল। বর্তমান সময়ে আধুনিক সভ্যতার আলোকে এই সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর গুরুত্ব নির্ধারণ হয়েছে। মানসিক ও দৈহিক উভয়ের উৎকর্ষ একান্ত প্রয়োজন সেহেতু প্রকৃত শিক্ষার জন্য উক্ত কার্যাবলীর গুরুত্ব খুবই অপরিসীম। কবির ভাষায় '-বিশ্ব প্রাণের স্পন্দন লাগতে দাও ছেলেদের দেহ মনে। শরীর মনের শক্তির সম্মুখ চর্চা সেখানে ভালো সম্ভব, যেখানে বাইরের সহায়তা অনতিশয়'। সাহিত্যিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শেষে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলেছিলেন'-তোমরা আজ এ এ অনুষ্ঠানে আমাকে দেখালে সাহিত্য আলোচনার সভা, শুনালে গান, দেখালে আসামী নৃত্য ও শরীর চর্চা। এইতো শিক্ষার প্রকৃত রূপ। শিক্ষা সুন্দরের সাধনা-পরম সুন্দর যিনি, তিনি সর্ব প্রকারের সুন্দর। তাকে পেতে হলে এমনি করেই বিভিন্ন রূপের সাধনা করে পেতে হয়। শিক্ষাও সেই পরম সুন্দরীর সাধনা। তাই শিক্ষা সার্থক, সুফল, সুন্দর হয়ে ওঠে তখন, যখন শিক্ষা সকল দিকে, সকল ধর্মে, সফল রূপে ফুটে ওঠে'। উক্ত বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বলতে হয় আজকের এই গান খেলাধুলা কার্যাবলী পাঠ্যক্রম বহির্ভূত হিসেবে বিবেচনা না করে তা সহপাঠক্রমিক বা Co-cirricular কার্যাবলী হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। পূর্বে সাধারণত এই কার্যাবলীগুলিকে জায়গা দেওয়া হতো না কিন্তু পরবর্তী মুহূর্তে শিক্ষার্থীর সার্বিক কল্যাণের কথা ভেবে উক্ত দিকগুলির নাম দেওয়া হয়েছে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী। বর্তমানে বিদ্যালয়ের গুলিতে যে ধরনের সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী প্রচলন তা হল ক) খেলাধুলা, খ) বিতর্ক সভা, গ) সাহিত্য সভা, ঘ) বাৎসরিক প্রদর্শনী, ঙ) বার্ষিক সম্মেলন, চ) অভিনয়, ছ) নিত্য গীত প্রভৃতি চিত্ত বিনোদনমূলক কাজ। এছাড়াও হাতের কাজ, বাগান চর্চা, রন্ধন প্রণালী, একাধিক হাতের কাজ সহ বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক বিশেষ কাজ উল্লেখযোগ্য। মনোবিদ H N Rivlian সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী প্রসঙ্গে বলেছেন- 'The activities which contribute to the pupils complete and comprehensive development alone with our traditional effective for intellectual development may be called co curriculum activities'. -সুতরাং যে কার্যাবলী শিক্ষার্থীদের বুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার সামগ্রিক জীবন বিকাশের অন্যান্য দিকে সহায়তা করে তাদেরকেই বলা হয় সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী।

শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের ক্ষেত্রে উক্ত পাঠ্যক্রম বিশেষভাবে সহায়ক। মানসিক, দৈহিক, আধ্যাত্মিক, কর্মজীবনের বিকাশ সহ সামাজিক ও অবসরযাপনের ক্রিয়া-কলাপ এর বিকাশ বিশেষভাবে সহায়ক। সর্বাঙ্গীণ বিকাশ এর ক্ষেত্রে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী শিশুর দৈহিক সামাজিক বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের দিকগুলিকে পরিস্ফুটন করে। শিশুর মধ্যে জন্ম থেকে যে সমস্ত স্বাভাবিক প্রবণতা থাকে শিক্ষকের সাহায্যে সেই গুণাবলীর বিকাশ হয় অপরদিকে শিশুর গণতান্ত্রিক সামাজিক চেতনা বোধের বিকাশ ও দেখতে পাওয়া যায় সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী কে ঘিরে। গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার মূল বক্তব্য হলো মানুষের ব্যক্তিসাতন্ত্রকে ক্ষুন্ন না করে পারস্পরিক সহযোগিতায় বৃদ্ধি করা। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন ধরনের যৌথ কার্যাবলীর মাধ্যমে শিশু মনের

মধ্যে এই ধরনের মনোভাব গড়ে তোলা সম্ভব হয়। আত্মবিশ্বাস আত্মনির্ভরশীলতা ও সহযোগিতার মনোভাব ও কখনো কখনো গড়ে ওঠে উক্ত কার্যাবলীকে অবলম্বনে। আত্মবিশ্বাস এর মাধ্যমে আসে আত্মনির্ভরশীলতা তাছাড়া সহমর্মিতা ও সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি হয়। সহানুভূতিমূলক সহযোগিতা সমাজ জীবনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন তাই ছাত্র সংস্থার সভ্য হিসেবে ও খেলার মাঠের একজন ব্যাক্তি হিসেবে অথবা অভিনয় কিংবা বিতর্ক সভায় অংশগ্রহণ করে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী ক্ষেত্রে সহযোগিতামূলক মনোভাবের প্রয়োজনীয়তা আজও সর্বজনশীকৃতপাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলা বোধ জাগরিত হয় সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী কে ঘিরে। বিদ্যালয়ে স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলাবো জাগ্রত হয় পাশাপাশি কাজগুলির সাহায্যে শিক্ষামূলক নির্দেশনা দানের সুবিধা হয়। শিক্ষক যদি সচেতন হন তবে শিক্ষার্থীদের বিশেষ কোনো বিষয়ে দক্ষতা বা জোক আছে কিনা তা তিনি নির্ণয় করতে পারেন একমাত্র এই সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর মাধ্যমে। দৈহিক ও মানসিক বিকাশ ঘটে সার্বিকভাবে। খেলাধুলার মাধ্যমে যেমন দৈহিক বিকাশ ঘটে তেমনি বিভিন্ন ভাষাভিত্তিক কার্যাবলীতে অংশগ্রহণ করে মানসিক বিকাশ ও শৃঙ্খলা বোধ তৈরি হয়। বার্ষিক সম্মেলন, অভিনয়, নিত্য গীত প্রভৃতি চিত্ত বিনোদনমূলক কার্যাবলী আজকাল শিক্ষার সহিত অজ্ঞানিকভাবে সংযুক্ত। "Co Curriculum activities are now considered as an integral part of education"।

কবিগুরুর ভাষায় "আমার অবসর ক্ষন ভরিয়া উঠুক/নানান ফুলেও ফসলে।" অবসরে যাপনের শিক্ষা আধুনিক যান্ত্রিক যুগের এক বিরাট সমস্যা। তাই সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী উক্ত সমস্যার সমাধানের একমাত্র পন্থা। মানবজীবন কর্মময় কিন্তু অবসর ছাড়া কর্মের জীবন সঙ্গতিবিহীন হয়ে পড়ে তাই কাজ আর বিশ্রাম অবসর জীবনে আনে নতুন গতি নতুন ছন্দ যে কথা কবি গুরু বলেছেন। সৃজনশীল কর্ম ও অবসর যাপনের একমাত্র রাস্তা সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী। শিক্ষার্থী জীবনে গতানুগতিক পাঠ গ্রহণের মধ্যে একঘেয়েমি থেকে একঘেয়েমি থেকে নিজেকে নতুন করে সংযুক্তি করনের রাস্তা সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী। বাস্তব জীবনে প্রস্তুতিতে সহায়ক উক্ত পাঠ্যক্রমের একাধিক শাখা প্রশাখা যা শিক্ষার্থীকে নতুন ভাবে নতুন রূপে সজাগ করেসহ শিক্ষামূলক কার্যাবলী শিক্ষার্থীদের অন্তরে উদারতার মনোভাব সৃষ্টি করে বহির্বিশ্বের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি করে আত্ম নিয়ন্ত্রণ বোঝে উন্মেষ করে। শিক্ষার্থীর বিচার শক্তি, চিন্তন শক্তির বৃদ্ধিতে সহায়ক করে এবং সমষ্টিগত স্বার্থের প্রতিশ্রদ্ধাশীল করে। বিদ্যালয় এর প্রতি আনুগত্য ও মমত্ববোধের বিকাশ এ ধরনের কার্যাবলী বিশেষভাবে সহায়ক। আধুনিককালে পাঠ্যক্রমের সঙ্গে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যার ফলে তারা বিদ্যালয়ে জীবনের প্রতি স্বাভাবিকভাবে আকৃষ্ট হয়। এই কার্যাবলীর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অন্তরের দক্ষতা জানা যায় পাশাপাশি বৃত্তিমূলক চিন্তাধারায় তাদের আগ্রহ এবং কোন বিশেষ ধরনের ক্ষমতা আছে কিনা তা জানা যায়। তাই সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী একদিক থেকে বৃত্তিমূলক নির্দেশনায় সহায়তা করে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেখা দেয় সেবামূলক মনোভাবের বিকাশ। সহপাঠক্রমিকার যা বলি দ্বারা শিক্ষার্থীর চরিত্র গঠনের নানান দিক পরিস্ফুটন হয়। স্কাউট, সেন্ট জন অ্যাম্বুলেন্স কোচ ইত্যাদি সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর দ্বারা শিক্ষার্থীর চরিত্রের গুরুত্বপূর্ণ দিকের বিকাশ হয় অতি সহজে।

আধুনিক শিক্ষার উদ্দেশ্যে দিকে দৃষ্টি রেখেছেন বর্তমান পরিমণ্ডল শিক্ষাবিদরা খেলাধুলা, অভিনয়, বিতর্ক সভা প্রভৃতি ভিন্নমুখী বৃত্তি কেন্দ্রিক কাজকে বিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্তি করনের ক্ষেত্রে মতামত পোষণ করেছেন। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় গুলিতে ভিন্ন ধরনের চর্চা মূলক কাজকে সহপাঠ্যক্রমিক কাজের অন্তর্ভুক্তি করা হয়েছে। ১৯৬৪-৬৬ সালে কোঠারি কমিশনের প্রতিবেদনে এই ধরনের কার্যাবলী কে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীর দৈহিক মানসিক ও সামাজিক গুণের বিকাশ যাতে ঘটে, সে বিষয়ে কমিশন তৎপর হয়েছে। বিশেষত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান দান এবং শিক্ষার্থীর দৈহিক বিকাশকে যাতে সুনিশ্চিত করা যায় তার জন্যই শরীরচর্চা মূলক কার্যাবলী। সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশে গান বাজনা, ছবি আঁকা, গল্প কবিতা লেখা দিকগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পাশাপাশি বিতর্ক সভা ও প্রদর্শনীতে বৌদ্ধিক ক্ষমতার উন্নয়নের বিষয়ে উক্ত পাঠ্যক্রমের নানাবিধ দিক গুলি উঠে আসে। শিক্ষার্থীর রুদ্ধ আবেগ গুলি অভিব্যক্ত হওয়ার সুযোগ থাকে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীতে। আবৃত্তির উদগমন ঘটে। রাগ ভয়, বিরক্তি তক্ষকগুলি প্রকাশ শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বকে সমাজ লাঞ্ছিত রূপায়ণ করে। বিদ্যালয়ের উদ্যান খোলা, পরিবেশ পরিচ্ছন্নতার রক্ষা, দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশ, বিদ্যালয় গৃহ অলংকরণের দ্বারা শিক্ষার্থীর মধ্যে সৌন্দর্য বোধ ও সুরুচি গড়ে তোলে। মহৎ ব্যক্তির জীবনী পাঠ, মনীষীদের জীবনীকে নিয়ে জীবন আলেখ্য, ভক্তি সংগীত অনুষ্ঠান শিক্ষার্থীর মধ্যে আধ্যাত্মিক বোধের জাগরণ ঘটায়। পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর গুরুত্বপূর্ণ এখনো দিক হল শিশু মনে গণতান্ত্রিক চেতনা বোধের জাগরণ। সুনাগরিক হয়ে সমাজে বসবাস করতে হলে বিচার ক্ষমতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ বোধ, সততা, বৃহত্তর স্বার্থবোধ গুণগুলির

জাগরণ গুণগুলি শিক্ষার্থীর থাকতে হবে। এক্ষেত্রে যৌথ প্রজেক্ট, খেলাধুলা এবং সমাজসেবা মূলক নানা কাজ শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংবেদনশীল ও সহানুভূতিমূলক মনোভাব গড়ে তোলে।

উপসংহার:

পাঠ্যক্রম হলো শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়ায় দৌড়ের পথ। যে পথে থাকে একাধিক বিষয়ের সম্ভার। প্রথাগত শিক্ষা ও প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা যেভাবেই আমরা শিক্ষাকে গ্রহণ করি না কেন নির্দিষ্ট বিষয়ের মানদন্ড এক্ষেত্রে থাকে। সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী হল এমনই কিছু পাঠ্যক্রমের ইন্ধন যোগানো বিষয় যার দ্বারা শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত জীবনের বিকাশের পথ প্রশস্থ হয়। ঐতিহাসিক সত্য, ভৌগোলিক পরিমণ্ডল সম্পর্কে ধারণা, অথবা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান এই পাঠক্রম এর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় তবে মানুষ হওয়ার ক্ষেত্রে সমাজবদ্ধ নাগরিক হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করার জন্য এ ধরনের কার্যাবলী বিশেষ উৎকর্ষতার দাবি রাখে। সুষম বিকাশ ও সুসংবদ্ধ জীবনচর্চার ক্ষেত্রে অথবা বৃহত্তর সমাজে সার্বিক জীবন যাপন কল্পে এই ধরনের পার্থক্য বিশেষভাবে শিক্ষার্থীর জীবনের সহায়ক। নৈতিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক, মানসিক, অবসরযাপনের ক্রিয়া-কলাপের বিকাশ সাধনকল্পে প্রয়োজন সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী। বিষয়কেন্দ্রিক বৈভবতার বাইরে শিক্ষার্থীর সার্বিক উন্নয়ন বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার নির্ণেয় মানদন্ড। যে মানদন্ডে আবর্তিত হয় সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী। শিশুর দেহ সুগঠিত হয়, হয় মনের সুসমও বিকাশ তাই সুগঠিত পরিবেশের মধ্যে সুপ্ত সম্ভাবনার ক্রমবিকাশ ঘটে এই পাঠ্যক্রমকে কেন্দ্র করে। দলবদ্ধ জীবন যাপনের সহায়তা করে, চিন্তা, অনুভূতি ও সহযোগিতামূলক কাজে এই পাঠ্যক্রম শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করে হলে নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের জাগরণ হয় সহজে। সামাজিক মূল্যের বিচারে বলতে হয় সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী সামাজিক আচরণ, পারস্পরিক সহায়তা ও আস্থা, ধৈর্য, বন্ধু বৎসল্য বোধের জাগরণ ঘটায়। যে পার্থক্যম শিক্ষার্থীর প্রাক্ষোভিক বিকাশ ঘটায় সেই পাঠক্রম শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের রাস্তাকে পরিষ্কার করে। আত্ম সক্রিয়তা, আত্মপ্রকাশ ও সম্ভাবনাকে নির্দিষ্ট পথগামী করে। শিশুর জীবনে নতুনত্ব ও বৈচিত্র মানে এবং মানসিক তৃপ্তি তুষ্টি বিধান করে। সুতরাং সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী বিষয় গত দিকগুলিকে ব্যতি রেখে ব্যক্তির সার্বিক উন্নয়নের কথার ক্রমাগত বহন করে গেছে। যেখান থেকে শিক্ষার্থীর আদর্শ নাগরিক হওয়ার শিক্ষা দেয়। শিক্ষা দেয় সহযোগিতামূলক মনোভাব ও একত্রে বাঁচার শিক্ষা

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

- পাল. ডঃ দেবাশীষ, ২০১৫, প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণে শিক্ষা অধ্যয়ন, রীতা পাবলিকেশন, কলিকাতা।
- ভক্তা. ভক্তি ভুষণ, ভক্তা. চন্দন, ২০০৯, প্রসঙ্গ: শিক্ষা তত্ত্ব,অ আ ক খ প্রকাশনী, পূর্ব মেদিনীপুর।
- পাল . ডঃ দেবাশীষ, ধর. ডঃ দেবাশীষ, দাশ.ড: মধুমিতা, ব্যানার্জি . ডঃ পারমিতা,২০০৫, শিক্ষার ভিত্তি ও বিকাশ, রীতা বুক এজেন্সি, কলিকাতা।
- চট্টোপাধ্যায়. ডঃ মিহির কুমার, মন্ডল . ডঃ চৈতন্য, পান্ডে. প্রণয়, ২০১৮, পাঠক্রম অধ্যয়ন, রীতা বুক এজেন্সি, কলিকাতা।
- হালদার, তারিনী, ২০১৩, শিক্ষার দার্শনিক ও সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তি, আহেলি পাবলিশার্স, কলিকাতা।
- কুন্ডু, চন্দন কুমার, ২০১৭, প্রসঙ্গ: পাঠক্রমের ভাষা, এস এস পাবলিকেশন, কলিকাতা।

Citation: **মাহাত. অ.,** (2025) "সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী শিশুর সার্বিক বিকাশের পন্থা: একটি আলোচনা", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-03, March-2025.

.